ইউনিট ৩
ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন

ইউনিট ৩ ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মবিশ্বাস মানুষকে সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি ধর্মের মৌল দর্শন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সকল ধর্মেই মানব জাতির সঠিক কল্যাণে শিক্ষার ভূমিকাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষাকে আল্লাহকে চেনা ও জানার অন্যতম পথ হিসেবে নির্দেশ করেছে। হিন্দু ধর্মীয় দর্শনে জ্ঞান মানবকল্যাণের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে মহাপুরুষগণ জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারেই নিবেদিত ছিলেন। খ্রিস্টিয় ধর্ম শিক্ষাকে মানবতার মুক্তি তথা সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্যতম পুঁজি হিসেবে গণ্য করেছে।

ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন দেশ ও কালভেদে শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিরূপণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এসেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্মবিশ্বাস মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষা এই উত্তরাধিকারেরই একটি অন্যতম দিক।

বর্তমান ইউনিটে আমরা ইসলামী শিক্ষাদর্শন, ইসলামে শিক্ষা, হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন, বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন এবং খ্রিস্টিয় শিক্ষাদর্শন নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৩.১ ইসলামী শিক্ষাদর্শন

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ইসলামী দর্শনের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যাদান করতে পারবেন এবং
- ব্যক্তির জীবন গঠনে ইসলামী দর্শনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ইসলামী দর্শনের মূলনীতি

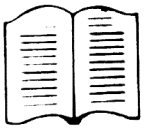

চরম সত্য ও পরম সত্তা আল্লাহর প্রকৃত স্বরূপের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাসই ইসলামী দর্শনের মূলভিত্তি। পবিত্র কোরআনের *সুরা ইখলাস-এ* ইসলামী দর্শনের মর্মবাণী উল্লিখিত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ ÔআহাদÕ - অর্থাৎ আল্লাহ একক সত্তা যার কোন বহুবচন হয় না। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সকল সৃষ্টিকে অপূর্ণ অবস্থা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। বুদ্ধি ও কল্পনাজাত কোন বস্তু বা সত্তার সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না।

ইসলামে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সাতটি বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

১. আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস
২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস
৩. তাঁর প্রেরিত আসমানি কিতাবসমূহের (ধর্মগ্রন্থ) ওপর বিশ্বাস
৪. তাঁর প্রেরিত রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস
৫. ইহজাগতিক জীবন শেষে পরকালের বিচারে বিশ্বাস
৬. অদৃষ্ট দ্বারা নির্ধারিত ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

এই সাতটি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস (ঈমান) এবং এ সবের চাহিদা অনুযায়ী জীবন ও চরিত্র গঠন ইসলামের দাবি। এই বিষয়গুলোর ওপর ইসলামী শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তৌহিদ

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঃ আল্লাহ সকল শক্তির আধার। আকাশ ও মাটির সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ হল তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথাযথ মেনে কথা, কাজ ও আচরণে এমন কিছু না করা যাতে তাঁর প্রতি আনুগত্য বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এমন আনুগত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ *''আমি (হযরত ইব্রাহীম) একাগ্র মনে সরলভাবে সেই মহান সত্তার প্রতি নিবিষ্ট হলাম, যিনি আকাশ পাতাল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।''* তাঁর এরূপ আত্মসমর্পণের আর একটি উদাহরণ ঃ *''নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ধারণ, আমার মৃত্যু সমস্তই বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্য নিবেদিত যার কোনও অংশীদার নেই। এভাবে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান।''* ইসলামী জীবনদর্শনের মূল কথাই হল আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং একে বলা হয় তৌহিদ।

আব্‌দ-মা'বুদ সম্পর্ক ঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আব্‌দ ও মা'বুদের সম্পর্কও এসে যায়। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৌর মহাজগৎ এবং এতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই এক আল্লাহর সৃষ্টি। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির নিখুঁত বিন্যাস এবং মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ এক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ মহাশক্তি হচ্ছে স্বর্গ-মর্ত-আকাশ-পাতাল সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। অতএব তিনিই উপাসনা লাভের একমাত্র যোগ্য মা'বুদ। আর মানুষ ও জীন তাঁর আব্‌দ (দাস) - উপাসনাকারী। সেই মহাশক্তি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সৃষ্ট জগতের ধর্ম। এই হল ইসলামী দর্শনের মূলকথা।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ঃ কোরআনের ভাষায়, ''ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খালিফা'' - নিশ্চয় আমি এ পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণকারী। এ পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

নবী ও রাসুল

মানব সৃষ্টির সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাঁর মনোনীত জীবনবিধান অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সৃষ্টিজগতের কল্যাণের জন্য তিনি এ জীবনবিধান রচনা ও প্রত্যাদেশ করে তা মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় করেছেন। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্নকালে মানুষের মধ্য থেকে তিনি জনমানবের হেদায়েতের জন্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। এই ধারায় হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানব ও প্রথম নবী এবং হযরত মুহম্মদ (সা) শেষ এবং পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রাসুল। এই নবী-রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তৌহিদ-শিরক ঃ তৌহিদ শব্দটি ওয়াহিদ থেকে উদ্ভূত। ওয়াহিদ অর্থ এক। তাই তৌহিদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ। লা-শরীক আল্লাহতে পরিপূর্ণভাবে আস্থাবান হওয়াই তৌহিদ।

শিরক কী?

তৌহিদের বিপরীত ধারণা হল শিরক। সার্বভৌম আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে শিরক বলে। তৌহিদবাদী মানুষ কখনো অজ্ঞতাবশত নিজের অজান্তে শিরক করে ফেলতে পারে। যেমন, কেউ কেউ কোন মানুষকে অপর জনের অভিভাবকত্ব দান করে বলে থাকেন ঃ ''উপরে আল্লাহ, নিচে আপনি রইলেন, একে দেখে শুনে রাখবেন।'' এ উক্তি যিনি করেন তার শিরক হয়ে গেল। কোরআনে সুরা ফাতিহায় আল্লাহ বলেন ঃ 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন'। এ বাক্যটির ওপর প্রগাঢ় আস্থাবান ব্যক্তিগণ আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, আমরা কেবল আপনারই এবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। সুতরাং, যা কিছু কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত, সে সম্পর্কে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়াও শিরক।

ইসলামের জীবনসংবিধান

কোরআন ও হাদিস

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ইসলামের জীবন-সংবিধান। ইহকাল ও পরকালের জীবনের সমস্ত দিক এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা এতে বাণীবদ্ধ আছে। আল হাদীস আল কোরআনের টীকাভাষ্য। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) এর জীবন আল কোরআনের বাস্তব রূপ। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ ''লাকাদ কা-না লাকুম ফী রাসুলিল্লাহে ওসওয়াতু হাসানাহ্।'' নিশ্চয়ই

তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর জীবনে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ নিহিত রয়েছে। বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ মহানবীকে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, ''আজ আমি তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে একমাত্র ইসলামকে মনোনীত করলাম।''

প্রথম মহামানব হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আল্লাহ মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণকর জীবন বিধান জারি করে এসেছেন। যুগে যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিধানের পরিবর্তন, পরিমার্জন হতে হতে সর্বশেষ হযরত মুহম্মদ (সা) এর জীবনে এসে এই জীবন বিধান অনাগত সর্বকালের উপযোগী ও পরিমার্জিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করল। ফলে এই জীবন বিধান যেমন প্রাচীনতম তেমন সর্বাধুনিক। যারা একে পুরাতন ও বর্তমান যুগে অনুপযোগী ধারণা করে এর সংস্কারের কথা বলেন তারা এই জীবন বিধানের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং উপযোগিতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব -
   ক. আকাশে সীমাবদ্ধ
   খ. মানুষের হৃদয়ে বিস্তৃত
   গ. আসমান ও জমিনে পরিব্যাপ্ত
   ঘ. আল কোরআন বিধৃত

২. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রধান দায়িত্ব কি?
   ক. আল্লাহর উপাসনা করা
   খ. আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা
   গ. বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করা
   ঘ. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা

৩. শিরক কাকে বলে?
   ক. আল্লাহতে বিশ্বাসের অভাব
   খ. বহু ইলাহতে বিশ্বাস করা
   গ. আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করা
   ঘ. নিরাকারে আস্থা স্থাপন না করা

৪. আল্লাহকে চেনার সর্বোত্তম পথ কি?
   ক. জ্ঞানার্জন করা
   খ. আল্লাহর গুণাবলী অর্জন করা
   গ. বিশ্বারহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হওয়া
   ঘ. সারা রাত জেগে এবাদত করা

পাঠ ৩.২ ইসলামে শিক্ষা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ইসলামে শিক্ষাদানের মূলনীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে ব্যাখ্যাদান করতে পারবেন।

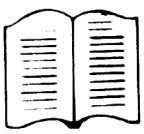

আল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে বাণী অবতীর্ণ করেছেন তা হল ঃ *পাঠ কর, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ....* । আল্লাহর সার্বভৌমত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক এবং পূর্বশর্ত। আল্লাহকে জানার ও চেনার এটিই একমাত্র উপায়। ইসলামে বিদ্যার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিচের উক্তিগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে ঃ

- যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে (আল-কোরআন)।
- জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ (আল-হাদীস)।
- জ্ঞানী ব্যক্তির নিদ্রা মূর্খ ব্যক্তির এবাদতের চেয়ে উত্তম (আল-হাদীস)।

ইসলামে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ওপর যেরূপ জোর দেওয়া হয়েছে অন্য কোনও ধর্মে সেরূপ দেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য বাণী লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র কোরআনে বার বার গভীরভাবে চিন্তা করার, বুদ্ধি খাটানোর আহবান করা হয়েছে। অনুকরণকারী, আত্ম-প্রশংসাকারী ও উদাসীনদের প্রতি আল-কোরআনে কঠোর ভাষায় ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর নির্দেশিত পথে বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটনে যারা মনোনিবেশ করে তাদের প্রশংসা করে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

নেক ও সৎ বান্দা তৈরি

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ 'বিদ্যার্থীদের স্বাভাবিক যোগ্যতাসমূহের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর নেক ও সৎ বান্দা তৈরি করা।' তাদের মানসিক প্রবণতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে তাদের ক্রমান্বয়ে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকতে পারে এবং বিশ্বে তাঁর মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। তাছাড়া স্রষ্টা ও মালিকের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যেসব ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা পুরোপুরি আদায় করতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি জাতি গড়ে তুলতে হবে যে জাতি দুনিয়ার সামনে স্রষ্টার রচিত কল্যাণকর ও স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

জীবনব্যাপী শিক্ষা

ইসলাম শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালকে শিক্ষাকাল বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম শিশুশিক্ষায় পরিবারের গুরুত্ব অধিক বলে স্বীকার করে। মাতা-পিতার ওপর শিশুর প্রথম শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত করে। নিজেরা অসমর্থ হলে যোগ্য শিক্ষকের নিকট শিশুর শিক্ষার ভার প্রদানের কথা বলে।

ইসলামের মতে প্রত্যেক শিশু সৎ ও নিষ্পাপ অবস্থায় তার স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উপযোগী পরিবেশই তাকে সৎ জীবন যাপনে ও ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে ইসলাম শিশু শিক্ষায় পরিবেশের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

আদর্শ শিক্ষক

ইসলামের নবী স্বয়ং ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি নিজে যা করতেন, অপরকে তা করতে উপদেশ দিতেন। নিজে যা করতেন না, অপরকে তা করতে বলতেন না। আমাদের শিক্ষকগণের জন্য এ এক

অনুকরণীয় আদর্শ। শিক্ষকগণ নিজেরা আদর্শ মানব হবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সে রূপে গড়ে তুলবেন। এটা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

আধুনিক কালে যে সকল শিক্ষাদান পদ্ধতি বহুল স্বীকৃত ও অনুসৃত ইসলামী দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুকাল আগে তা প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করব ঃ

- **বাস্তব উদাহরণ প্রদান**

আরোহী পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে গমন করা হয়। এতে শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। ইসলামের নবী (সাঃ) শিক্ষামূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অপরকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- **মানসিক প্রস্তুতি বিধান**

মহানবী (সাঃ) তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে যখনই কোন বিষয়ে নির্দেশনা দান করেছেন তখন পূর্বেই তাদের মনকে তৈরি করে নিয়েছেন। কখনও নিজে প্রশ্ন করেছেন আবার কখনও বা প্রশ্ন আহবান করেছেন।

- **নাটকীয় উপস্থাপনা**

বক্তব্য বিষয় নাটকীয় ভাবে উপস্থাপনার রীতি শ্রোতৃমণ্ডলিকে দারূণভাবে আকর্ষণ করতে পারে। মহানবী (সাঃ) এ কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন পবিত্র কোরআন উপস্থাপনা থেকে।

- **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি**

এ পদ্ধতিও কোরআন উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে আয়ত্ত করেছিলেন মহানবী (সাঃ)। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সুরায় আমরা দেখতে পাই, আল্লাহতায়ালা নবী (সাঃ) প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্নের উত্তর দান করে নবীর জানার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

- **অনুশীলন পদ্ধতি**

প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনে পরিপূর্ণতা লাভে শিক্ষাদান করে ইসলাম। যেমন, শিশুদের মুখে কথা ফোটার আগেই ঈমান ও আকিদার প্রশিক্ষণ দান, শিষ্টাচার ও সামাজিকতা শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। সাত বছর বয়স থেকে নামাজের প্রশিক্ষণ দান শুরু করে নয় বছর বয়স থেকে তা কঠোর ভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- **বক্তৃতা পদ্ধতি**

ইসলামে বক্তৃতা পদ্ধতিও গুরুত্ব লাভ করেছে। বিদায় হজ উপলক্ষে মহানবীর ভাষণ এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বক্তৃতার ক্ষেত্রে তিনি তথ্য ও যুক্তি প্রদান এবং যৌক্তিক ক্রম রক্ষা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. পবিত্র কোরআনে কাদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে?
   ক. অনুকরণকারী
   খ. অনুশীলনকারী
   গ. প্রশংসাকারী
   ঘ. প্রত্যুপকারী

২. Ôশিক্ষার্জনÕ কে ইসলাম কি দৃষ্টিতে দেখেছে?
   ক. মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভের উপায়
   খ. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অন্যতম স্তম্ভ
   গ. আল্লাহকে জানার অন্যতম পথ
   ঘ. বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের উপায়

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট শিক্ষক কে?
   ক. যিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেন
   খ. যিনি অনর্গল বক্তৃতা করেন
   গ. যিনি উপকরণ ব্যবহারে জোর দেন
   ঘ. যিনি সদুপদেশ দান করেন

৪. পবিত্র কোরআনে কোন্ পদ্ধতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে?
   ক. বক্তৃতা পদ্ধতি
   খ. অবরোহী পদ্ধতি
   গ. আলোচনা পদ্ধতি
   ঘ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

৫. বিদায় হজ্বের ভাষণ বক্তৃতা পদ্ধতির কোন্ দিকটি গুরুত্ব লাভ করেছে?
   ক. স্বাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য
   খ. ধর্মীয় অনুশাসন
   গ. তথ্য ও যুক্তি প্রদান
   ঘ. উপদেশ ও নির্দেশনা

পাঠ ৩.৩ হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন

এই পাঠ শেষে আপনি —

- হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা দর্শন উদ্ভূত শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

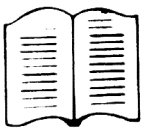

এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। এই ধর্মমত বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। এ ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রচারিত হয়নি। প্রাচীন ঋষিদের নিকট এ বাণী প্রতিভাত হয়েছিল। এরা শুরু শিষ্য পরম্পরায় এ বাণী মেনে চলতেন এবং কালক্রমে তা লিপিবদ্ধ হয়।

জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব

হিন্দুধর্মের বাণীবদ্ধ গ্রন্থের নাম বেদ। বেদের মূল অর্থ হল 'জ্ঞান' বা 'সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার'। মানুষের শিক্ষার জন্য, কল্যাণের জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে বেদে। তাই কথায় বলে, ''বেদবাক্য অলঙ্ঘনীয়।'' বেদের ভাষ্য মতে সত্য কথা বলাই পরম ধর্ম।

মনুসংহিতায় আছে - ধর্ম কতকগুলো গুণের সমষ্টি। সে গুণগুলো যাঁর মধ্যে থাকবে তিনিই ধার্মিক। যেমন - সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, শুচিতা, চুরি না করা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, সত্যকথন, জ্ঞান ও অক্রোধ। সনাতন ধর্মে এ দশটি গুণ ধর্মের স্বরূপ বা বাহ্য লক্ষণ। এ লক্ষণগুলো শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন।

গীতায় বর্ণিত আছে - ইহলোকে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নেই। কর্ম সাধন দ্বারা সাধক সে জ্ঞান স্বীয় অন্তরেই লাভ করেন।

আত্মজ্ঞান ও পরিপূর্ণ মুক্তিলাভই ছিল সনাতন ধর্ম শিক্ষার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যার ফলে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি অর্জন সম্ভব।

হিন্দুধর্মে শিক্ষার মূল ভাবাদর্শের মধ্যে দর্শন ও জীবনের এক নিগূঢ় সম্পর্ককেই বড় করে দেখা হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনবোধের গভীর ধ্যান-ধারণাই ছিল সনাতন হিন্দু শিক্ষা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এই ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর প্রদেশের গভীর তলদেশে আত্মজ্ঞানের নিরিখ খুঁজে পাওয়ার জন্য ছিল এক অদম্য আকুতি।

প্রেয় ও শ্রেয়

উপনিষদে বলা হয়েছে - মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপায় প্রেয় ও শ্রেয়। কর্ম ও ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রেয় লাভ করা ছিল মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। গভীর ধ্যান ও আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে শ্রেয় বা পরম কল্যাণ লাভ করা ছিল মানুষের প্রকৃত সাধনা। গীতায় কর্মের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের কথা এবং দিব্যজ্ঞানের আলোক দীপ্তি অর্জনের নির্দেশ আছে। মানুষ ক্রমাগত শিক্ষার মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে সত্ত্বার দিকে, অমৃতের দিকে এগিয়ে যায় পুনরায় সত্যিকার জীবন লাভের জন্য।

বেদ, উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে বিদ্যা ও শিক্ষার স্থান অতি উর্ধ্বে। বেদের ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের মাধ্যমে মানুষ গড়া। সে মানুষ হবে —

- ধার্মিক
- শিক্ষিত
- বীর
- আদর্শগ্রাহী
- সমাজসেবী ও
- দেশপ্রেমিক

এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা ধর্ম, বিদ্যা ও শিক্ষা -এ তিনটির একসাথে অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি লাভের জন্য ঋষিগণ মানুষের জীবনকালকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন —

- ব্রহ্মচর্য
- গার্হস্থ্য
- বাণপ্রস্থ
- সন্ন্যাস

এ চারটি ভাগকে চারটি আশ্রম বলা হত। আশ্রম অর্থ সাধনা স্থল বা শিক্ষার স্থান বা স্তর।

ব্রহ্মচর্য

শিষ্যের জন্য উপদেশ

ব্রহ্মচর্যের সময় ছাত্রজীবন। এ সময় প্রত্যেকেই গুরুগৃহে থেকে বেদ পাঠ, শরীর চর্চা, অধ্যয়ন ও গুরুর আদেশ পালন করতে হত। গুরুর উপদেশ অনুসারে এ সময় সত্য, সংযম, বিনয়, নম্রতা, সরলতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করতে হত। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর সমাবর্তন উৎসব হত। এ সমাবর্তনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল - বিদ্যার্জন শেষে গৃহজীবনে কিভাবে চলতে হবে গুরু ছাত্রকে সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। গৃহ প্রত্যাবর্তন কালে গুরু শিষ্যকে নিচের উপদেশগুলো দিতেন ঃ

- সত্যং বদ - সত্য কথা বলবে।
- ধর্মং চর - ধর্ম পালন করবে।
- সত্যান্ন প্রমাদিতব্যাম - সত্য থেকে ভ্রষ্ট হবে না।
- ধর্মান্ন প্রমাদিতব্যম - কল্যাণজনক কাজে অমনোযোগী হবে না।
- ভূত্যে ন প্রমাদিতব্যম - অর্থোপার্জনে অমনোযোগী হবে না।
- মাতৃদেবোভব - মাকে দেবতা জ্ঞান করবে।
- পিতৃ দেবোভব - পিতাকে দেবতা জ্ঞান করবে।
- আচর্য দেবোভব - আচার্যকে দেবতা জ্ঞান করবে।
- অতিথি দেবোভব - অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করবে।
- যান্য নবদ্যানিতানি সেবিতব্যানিন ইতরানি - ভাল কাজ করবে, অন্যায় কাজ করবে না।
- শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ - শ্রদ্ধা সহকারে দান করবে।
- অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্ - অশ্রদ্ধার সাথে দান করবে না।
- শ্রিয়াদেয়ম্ - নিজের সাধ্যানুসারে দান করবে।
- হ্রিয়া দেয়ম্ - বিনয়ের সাথে দান করবে।
- সংবিদাদেয়ম - সৌজন্যের সাথে দান করবে। - তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

এগুলো কাঠোর ভাবে মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া হত। এভাবে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শিক্ষার্থী বাড়ি চলে যেত। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত।

গার্হস্থ্য

বাড়ি যেয়ে সে গৃহী হত। গৃহজীবনকে বলা হত গার্হস্থ্য। গৃহী হয়ে তার —

- নিজেকে পড়তে হত
- ছাত্র পড়াতে হত
- ধর্মকার্য করতে হত
- অর্থোপার্জন করতে হত

- যথাসাধ্য অন্নদান করতে হত
- দেশ ও দশের সেবা করতে হত।

বাণপ্রস্থ

এ সময় ধর্মচর্চা ও ধর্মের অনুশীলন এবং লোক শিক্ষা ও সমাজ সেবা তাঁর কর্তব্য হত।

সন্ন্যাস

সন্নাস অর্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ। অর্থাৎ এ সময় সবকিছু ত্যাগ করে শুধুমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকাকে কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করা হত।

জগৎ ও জীবন

এভাবে একজন মানুষের জীবনকালকে গড়ে তুলতে ও অতিবাহিত করতে বলা হত। এভাবে নির্লিপ্তভাবে অর্জন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে গৃহীত হয়েছে। এই নির্লিপ্ত ভাব মানে নির্বিকার বিচ্ছিন্নতাবোধ নয়, এর অর্থ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্ববোধকে লাভ করা। ধ্যানে, মননে, চিন্তনে, অভ্যাসে-আচরণে সর্বত্রই এই বোধ। অর্থাৎ মানুষের জীবনবোধ ও মূল্যবোধের সঙ্গে নিবিড় ভাবে একাত্ম করে দেখা হয়েছে।

এভাবে দেখা যায়, সনাতন ধর্ম বা হিন্দু শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিভূমিতে একটা আত্মজ্ঞান বা আত্মসিদ্ধি লাভের সাধনার কথা আছে। এতে রয়েছে আদর্শ মানুষ হিসেবে মানুষের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার এক নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টার কথা।

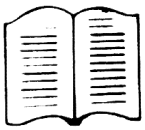

সারমর্ম

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ধর্ম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মই হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। এ ধর্মের বাণীবদ্ধ গ্রন্থের নাম বেদ। মানবীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে এতে নানা বিধান রয়েছে। হিন্দু ধর্মে জ্ঞানকে একটি পবিত্র কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্ম, বিদ্যা ও শিক্ষা এখানে একীভূত। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে আত্মিক উন্নতিই ছিল হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের সারকথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. হিন্দু ধর্মে ঐশী বাণীবদ্ধ গ্রন্থের নাম কি?
   ক. পুরাণ খ. উপনিষদ
   গ. বেদ ঘ গীতা

২. 'বেদবাক্য অলঙ্ঘনীয়' - এ উক্তির উৎস কি?
   ক. ঋষিবাক্য খ. ভূয়োদর্শন
   গ. বেদ ঘ. গীতা

৩. গীতার ভাষ্য মতে জ্ঞান লাভের উপায় কি?
   ক. ধর্মাচরণ খ. কর্মসাধন
   গ. ধ্যানমগ্নতা ঘ. ইন্দ্রিয়সংযম

৪. হিন্দু ধর্মানুসারে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি লাভের উপায় কি?
   ক. কর্মসাধনা
   খ. আত্মজ্ঞানার্জন
   গ. সহিষ্ণুতা
   ঘ. ক্ষমা প্রদর্শন

৫. হিন্দু ধর্মে শিক্ষা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
   ক. দর্শন ও জীবনের সম্পর্ক
   খ. সৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি
   গ. জীবনবোধের ধ্যান-ধারণা
   ঘ. আত্মজ্ঞানের মাপকাঠি

৬. নিচের কোন্ কথাটি যথার্থ নয়?
   ক. উপনিষদে প্রেয় ও শ্রেয়কে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হয়েছে
   খ. গভীর ধ্যান ও আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে পরম কল্যাণ লাভই মানুষের প্রকৃত সাধনা
   গ. গীতায় সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে দিব্যজ্ঞান লাভের কথা আছে
   ঘ. মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে অমৃত্যের দিকে এগিয়ে যায়

৭. ঋষিগণ মানব জীবনে কোন্ চারটি ভাগে ভাগ করেছেন?
   ক. ব্রহ্মচর্য, ক্ষত্রিয়, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস
   খ. গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও দেশপ্রেমিক
   গ. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ও সন্ন্যাস
   ঘ. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস

৮. ঋষিগণের জীবনকাল বিভাজনে 'আশ্রম' অর্থ কি?
   ক. শিক্ষার স্তর
   খ. শিক্ষার পরিধি
   গ. পুনর্বাসন কেন্দ্র
   ঘ. দীক্ষালাভের পরবর্তী স্তর

৯. ধ্যানমগ্ন থাকার নির্দেশ কখন আরোপিত হত?
   ক. ব্রহ্মচর্যে

খ. বাণপ্রস্থে
গ. সন্ন্যাসকালে
ঘ. গুরুসান্নিধ্যে

পাঠ ৩.৪ বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- উল্লিখিত শিক্ষাদর্শন উদ্ভূত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।

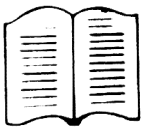

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রচলিত সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে অবৈদিক মতবাদ বিস্তার লাভ করতে থাকে। তখন ষাটেরও বেশি প্রকার অবৈদিক মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ। এ দুটির মধ্যে বৌদ্ধ মতবাদই ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়। সনাতন হিন্দু ধর্মীয় মতবাদ মূলত ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এক বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ শিক্ষাব্যবস্থা জনশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার বা সংঘা। এটি ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। এখানে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। গণতন্ত্র ও সর্বজনীনতাই ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘা জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন

শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীরা সংঘা জীবনে প্রবেশের পর সেখানকার জীবনাচার সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা এখন এ জীবনের বৈশিষ্ট্য ও দর্শন সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব।

শিক্ষাজীবনে সংঘার ভূমিকা

সংঘা জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়ম-বিধি অনুসরণে একাগ্রতা, গুরুর প্রতি আনুগত্য, শ্রমের প্রতি মর্যাদা, সুস্থ দেহ গঠন, পাঠগ্রহণ ও ধর্মালোচনা। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার স্বাধীনতা ছিল এ শিক্ষা ব্যবস্থায়।

সংঘার শিক্ষার্থীগণকে সংঘার অনুশাসন দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে হত। আহার, পরিধান, বাসস্থান, ব্রত, ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রানুশীলন ও সমাধি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রকার বিধি প্রচলিত ছিল। সুস্থ দেহ গঠনে শিক্ষার্থীকে কায়িক পরিশ্রম করতে হত। শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনে নিজের কাজ নিজে করা, আশ্রমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, আচার্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও এগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠগ্রহণ, উপদেশ অনুসরণ ধর্মালোচনা ও গুরুকে প্রশ্ন করা প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়োগ করে ১২ বছর গুরুর নিবিড় সাহচর্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত।

সংঘা জীবন ছিল আবাসিক। পরিপূর্ণ জীবন গঠনেই ছিল আবাসিক জীবনের লক্ষ্য। এখানে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায়। পারস্পরিক কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্য গড়ে উঠত মধুর সম্পর্ক। জীবন গঠনে আকাঙ্ক্ষিত আচরণ শিক্ষালাভে পরস্পর নিবেদিত ছিল।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি মৌল উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিল। মূলত এ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সংঘারাম ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্য পরিকল্পিত। সংঘার নিয়ম প্রতিপালন ও ধর্মাচরণে অভ্যস্ত করে তোলাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য।

অপর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মূল সত্যের উদঘাটন প্রচেষ্টায় সংঘাবাসীদের মনের অজ্ঞতা দূর করা। এ কারণে পাঠ্যসূচিতে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি

প্রথম দিকে বৌদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বাচন-নির্ভর তথা মৌখিক। গল্পের ছলে দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষাদান চলত। আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক সভার ব্যবস্থাও থাকত। যুক্তিতর্ক, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য নিরূপণ করা এ শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তীকালে লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি পঠনের ব্যবস্থা করা হয়। পঠিত বিষয়বস্তু অনুশীলনের জন্য লেখার কাজও দেওয়া হত।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত শিক্ষা

সংঘাবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দলগত শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ঘটে। শিষ্যের মানসিক প্রবণতা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হত। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষার সাথে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির যোগসূত্র রচনা করা হয়। সংঘা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষাচর্চার উৎকর্ষের জন্য কোন কোন সংঘা বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এদের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্বখ্যাত। হিউয়েন সাং এর বর্ণনানুসারে দেশ-বিদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। নালান্দা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।

বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান

নির্বাণ

বৌদ্ধজীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য 'নির্বাণ' লাভ করতে হলে প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত মন ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হওয়া। কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বুদ্ধ নির্দেশিত আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত মানুষ মৈত্রী পরায়ণ হতে পারে না। অজ্ঞতা বা অবিদ্যার কারণে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে ঘুরপাক খায়। ফলে দুঃখ বাড়ে, দুঃখের আবর্ত থেকে মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়ে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে শিক্ষায় আলোকিত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধের আদর্শে নিবেদিত সংঘের গুরুগণ। ফলে বিহার ও সংঘারামগুলো জনশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি

সম্রাট অশোকের শাসনামল থেকে বাংলায় পালদের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে দেশে বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুল প্রচার ঘটে। সম্রাট অশোক তাঁর প্রজাদের কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি কতকগুলো উপদেশমূলক বাণী পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন। আবার স্তম্ভলিপিতে অনুশাসনও খোদিত ছিল। বাণীগুলো অনুসরণ করে জনগণ নৈতিক জীবনাচরণের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াস পেত। আশোকের শাসনামলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বৌদ্ধমঠ সার্থকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব পালন করে। এ সময় শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল বলে জানা যায়।

বৌদ্ধ শিক্ষা সমাজে বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। আঞ্চলিক ভাষা ও প্রাকৃত ছিল এ শিক্ষার মাধ্যম। প্রাকৃত ছিল জীনজীবনেরই ভাষা। ফলে শিক্ষা বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

লোকায়ত শিক্ষা

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে প্রথম দিকে বৌদ্ধশিক্ষা ধর্মভিত্তিক থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে এ শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত শিক্ষার মূল্য স্বীকৃত হয়। এই উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সিংহল, বার্মা, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পরিশেষে বলা চলে যে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় ও জীবনাদর্শের ওপর বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শনের প্রভূত প্রভাব বিদ্যমান। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে বৌদ্ধ শিক্ষা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রকে কি বলা হত?
   ক. বৌদ্ধ বিহার
   খ. মঠ
   গ. আশ্রম
   ঘ. উপরের সব কয়টি

২. কোন্‌টি সংঘা জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল না?
   ক. নিয়ম বিধি পালনে শৈথিল্য
   খ. গুরুর প্রতি প্রশ্নকরণের স্বাধীনতা
   গ. কায়িক শ্রম
   ঘ. সমাধি সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি

৩. গুরুর নিকট কত বছর শিক্ষা গ্রহণ করতে হত?
   ক. ৮ বছর
   খ. ১০ বছর
   গ. ১২ বছর
   ঘ. ১৪ বছর

৪. কোন্‌ উক্তিটি বৌদ্ধ শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক নয়?
   ক. সংঘাজীবন ছিল আবাসিক
   খ. সংঘাজীবন ছিল গার্হস্থ্যমূলক
   গ. গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত
   ঘ. বৌদ্ধ শিক্ষা প্রধানত ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের জন্য পরিকল্পিত ছিল

৫. বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী শিক্ষণ কিরূপ ছিল?
   ক. ব্যক্তিভিত্তিক
   খ. দলভিত্তিক
   গ. ব্যক্তি ও দলভিত্তিক
   ঘ. কোনটিই নয়

৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কত ছিল?
   ক. প্রায় ১০ হাজার
   খ. প্রায় ১২ হাজার
   গ. প্রায় ৮ হাজার
   ঘ. প্রায় ৬ হাজার

৭. বুদ্ধ নির্দেশিত আদর্শ বাস্তবায়িত করতে কারা সক্ষম ছিলেন?
   ক. জ্ঞানীগণ
   খ. সংঘার গুরুগণ
   গ. মৈত্রীপরায়ণগণ
   ঘ. পরজন্মে বিশ্বাসীগণ

৮. কে ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিলালিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন?

ক. সম্রাট অশোক
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ
গ. বিহারের গুরুগণ
ঘ. পাল রাজাগণ

পাঠ ৩.৫ খ্রিস্টিয় ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন

এই পাঠ শেষে আপনি —

- খ্রিস্টিয় ধর্মীয় দর্শনের মৌলদিকসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- যিশু খ্রিস্টের জীবন ও ধর্মীয় দর্শনের বিশেষ দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- যিশু খ্রিস্টের অনুসৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

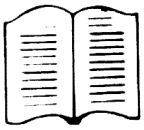

খ্রিস্টিয় ধর্মীয় দর্শনে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব রূপে সৃষ্টি করেছেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ার শেষ নেই। তিনি মানুষকে পাপ থকে পরিত্রাণ করেন। তিনি যিশুকে মানুষের কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য এ জগতে প্রেরণ করছেন।

যিশু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মধ্য দিয়ে মানবজাতির মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে মহামানবদের বাণী ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে মুক্তিদাতার আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তার মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তাঁকে বলা হয় যীশুর অগ্রদূত। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যিশু তাঁর জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের মুক্তির জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

যিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল পাপময় পৃথিবীর মানুষকে সবরকম বাধা বন্ধন ও পাপের দাসত্ব হতে মুক্ত করার জন্য। তিনি মানবতার জন্য যে মুক্তির কাজের সূচনা করেছেন যুগ যুগ ধরে তা যেন অব্যাহত ভাবে চলতে পারে তার জন্য তাঁর আহবান অন্তহীন।

খ্রিস্টধর্মের মূলকথা মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও সহমর্মিতা। এ ধর্মে শোকার্ত, দুঃখিত, নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। যিশু খ্রিস্ট মানুষের মানসিক ও শারীরিক দুঃখব্যথা, জরুরি প্রয়োজন ও অসহায় অবস্থার কথা আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করতেন এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর স্নেহময় ও সান্ত্বনার কোমল হাত, মমতাভরা স্পর্শ ও শক্তিশালী বাণী তাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতেন। সব মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসার উদার স্পর্শ থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি।

খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা বা স্বর্গসুখ লাভ করা। এ সুখ লাভের আশায় মানুষ জীবনের নানা আচার ও নীতি মেনে চলে। এরই নাম শিক্ষা। যিশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে মুক্তি দিতে, যাতে মানুষ অনন্ত সুখ লাভ করতে পারে। মানুষ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারে স্বর্গীয় প্রেম, শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। মুক্তির এ বাণী যিশু প্রচার করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে। যিশুর এ শিক্ষা খিস্ট্রিয় জীবনের সংবিধান স্বরূপ। এ শিক্ষা ও কাজের আদর্শ মেনে চললে মানুষের জীবন হবে সুখী ও আনন্দময়। প্রতিদিনের জীবনে আমরা যে মানবিক দুর্বলতার শিকার হই যেমন - ক্রোধ, অহংকার, প্রতিশোধের মনোভাব ইত্যাদি তা দূর করার জন্য সহমর্মিতা ও ভালবাসার বাণী প্রচার করেছেন। আমাদের জীবন থেকে কিভাবে এসব দুর্বলতাকে দূর করা যায় সে বিষয় যিশু তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রতিদিনের জীবনে পবিত্র থাকতে ও পবিত্রতাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে শুচিতা, দান, প্রার্থনা ও উপবাসের বিষয়ে দেওয়া যিশুর শিক্ষাগুলো মানুষকে জীবন-দৃষ্টি দান করে।

এই জগতে মানুষ অনেক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের আশীবাদ, মানুষের সহযোগিতা ও নিজ সাধনাবলে মানুষ এসব সম্ভাবনাকে বিকশিত করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন এবং ভালমন্দ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। সঠিক পরিচালনা পেলে

মানুষ জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, মন্দকে জয় করে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চলে নিজেকে বিকশিত করতে পারে এবং সাথে সাথে অপরকেও সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন দান করতে সহায়তা করতে পরে।

দেহ ও মনের দিক থেকে সুস্থ সবল থাকলে মানুষ অপরের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে এবং সমাজে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে সুস্থ সবল থাকার জন্য মানুষকে অবশ্যই কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর অন্যথা হলে সে নিজেও কষ্ট পায় এবং অপরের জন্যেও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খ্রিস্টের উপদেশ

- দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা - তারাই পাবে সান্ত্বনা।
- বিনয়ী কোমল প্রাণ যারা, ধন্য তারা - প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
- ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা - তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
- দয়ালু যারা পবিত্র, ধন্য তারা - তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।
- শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা - তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
- ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা - স্বর্গ রাজ্য তাদেরই।

বস্তুত খ্রিস্টীয় শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি যিশুর মহাবাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

- **গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান**

মহামতি যিশু প্রায়শই গল্পের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কারণ গল্প সহজেই শ্রোতা-শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে। তবে তাঁর অনেক গল্পই রূপক। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের গভীরতর সত্যকে উদঘাটনের উদ্দেশ্যে তিনি গল্প বলেছেন। কাজেই এগুলো নিছক গল্প নয়। যেমন - একটি গল্প এ রকম ঃ ''একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। বীজ বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল। লোকেরা সেগুলো পায়ে মাড়াল এবং পাখিরা এসে খেয়ে ফেলল। কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ে বেড়ে উঠল, কিন্তু রস না পেয়ে শুকিয়ে গেল। আবার কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল। পরে কাঁটা গাছ সেই চারাগুলোর সঙ্গে বেড়ে উঠে সেগুলো চেপে রাখল। আবার কতকগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ল এবং বেড়ে উঠে একশো গুণ ফসল জন্মাল।

উপরিবর্ণিত গল্পটির মাধ্যমে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, উপযুক্ত জমিতে বীজ বপন করা হলে ভাল ফসলের সম্ভাবনা থাকে। অন্যথা হলে ভাল ফসলের আশা থাকে না।

- **দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান**

যিশু তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিছক উপদেশ বা নীতিবাক্য উচ্চারণ করেন নি। তিনি তাঁর পবিত্র জীবনাচার থেকে মানুষকে শিক্ষালাভে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বস্তুত তাঁর জীবনই মনুষ্যত্ব লাভের মহান দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি নিজে যা করেছেন তা অন্যদের অনুসরণ করতে বলেছেন।

- **পাঠ ও ব্যাখ্যাদান**

তিনি ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করতেন এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। হিব্রু ভাষা ও আইনের বিষয়গুলোর ওপর তাঁর পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। কাজেই জ্ঞানের বিষয়গুলো ব্যাখ্যাদানে তিনি সহজ ভাষা ব্যবহার করতেন। পেশাদার পণ্ডিতদের মতো কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল না।

- **বক্তৃতা প্রদান**

যিশু প্রদত্ত বক্তৃতা প্রদানের রীতিকে বলা হত 'গ্রোমিক' বা প্রাজ্ঞ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে থেমে থেমে ধীরে ধীরে বক্তৃতার বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এতে বক্তৃতা হয় সংক্ষিপ্ত অথচ অনুধাবনযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. খ্রিস্টিয় ধর্মমতে জীবনের উদ্দেশ্য কি?
   ক. জীবনের সুখভোগ ত্যাগ করা
   খ. স্বর্গসুখ বা পূর্ণতা লাভ
   গ. জীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ
   ঘ. ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা

২. যোহনকে কি বলা হয়?
   ক. যিশুর উত্তরসূরী
   খ. যিশুর সহযাত্রী
   গ. যিশুর অগ্রদূত
   ঘ. যিশুর পূর্বপুরুষ

৩. খ্রিস্টিয় মতে মানুষ কখন কষ্ট পায়?
   ক. নিজের ওপর আস্থাবান হলে
   খ. নিয়ম ভঙ্গ করলে
   গ. সংসার বিরাগী হলে
   ঘ. স্বাধীন মতামত প্রকাশ করলে

৪. যিশুপ্রদত্ত বক্তৃতা পদ্ধতিকে কি বলা হয়?
   ক. অবরোহী পদ্ধতি
   খ. আরোহী পদ্ধতি
   গ. প্রাজ্ঞ পদ্ধতি
   ঘ. প্রদর্শন পদ্ধতি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. একজন মুসলমানের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে আস্থা রাখা আবশ্যিক?
২. ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
৩. ব্রহ্মচর্য কি? গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ দিতেন?
৪. বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।
৫. যিশুখ্রিস্ট শিক্ষাদানে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?

উত্তরমালা — ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক

পাঠ ৩.২

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ

পাঠ ৩.৩

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. গ

পাঠ ৩.৪

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. ক ৭. ক ৮. ক

পাঠ ৩.৫

১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ